জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
গাজীপুর।

স্মারক:(০-৫)জাতীঃবিঃ/পনি/অফিস আদেশ/২০১২/০৩/২৩৫৮ তারিখ: ১৪/০৮/২০১৮

পরীক্ষা শৃঙ্খলা সম্পর্কিত অপরাধ এবং এ বিষয়ে করণীয়:

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানান যাচ্ছে যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ৮২ তম সভায় সংশোধিত পরীক্ষা রেগুলেশন অনুমোদিত হয়। এ রেগুলেশনের এর ধারা ৪০ এবং ৪১ অনুযায়ী পরীক্ষা শৃঙ্খলা সম্পর্কিত অপরাধ এবং এর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কি হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকে যে সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সে সকল পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এই সাথে সংযুক্ত সংশোধিত ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য পরীক্ষা কক্ষে কোন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হলে Report Form টি যাথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। Report Form এ অপরাধের ধারা অবশ্যই স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। অননুমোদিত কাগজ সঙ্গে থাকলে Report এ তা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ পূর্বক নকলের কাগজ, Report এবং প্রবেশপত্র উত্তরপত্রের সাথে সংযুক্ত করে পৃথক ভাবে পাঠাতে হবে। এ ক্ষেত্রে "নকল করার মত কাগজ সঙ্গে ছিল" এভাবে Report Form এ উল্লেখ করতে হবে। নকলরত অবস্থায় কোন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হলে Report এ "নকলরত অবস্থায় পরীক্ষার্থীকে ধরা হয়েছে" উল্লেখ করে অবশ্যই পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রের যে পৃষ্ঠায় নকল হতে লিখেছে সে লাইনগুলো লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করে নকলের কপিতেও একই ভাবে আন্ডার লাইন করতে হবে। বহিষ্কৃত উত্তরপত্রের সাথে নকলের কপি, প্রবেশপত্র ও Report সংযুক্ত করে পৃথক ভাবে পাঠাতে হবে। প্রেরিত সকল ডকুমেন্টের কপি সংশ্লিষ্ট কলেজে সংরক্ষণ করবেন। এছাড়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (উত্তরপত্র নিয়ে পলায়ন, একজনের পরিবর্তে অন্যজন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ) সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি/ মামলা রুজু করে কপি পাঠাতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সাথে সাথে বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। পরীক্ষা শৃঙ্খলা সম্পর্কিত অপরাধ এবং এর শাস্তি বিধানের বিষয়ে Report সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হওয়া অতিব জরুরী। পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত জরুরী রেগুলেশন (ধারা- ২০ থেকে ২৪) এই সাথে সংযুক্ত করা হলো। বিষয়টি সকলকে যথাযথভাবে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪/৮/১৮

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
ফোনঃ ০২-৯২৯১০১৭, ফ্যাক্সঃ ০২-৯২৯১০৪৪
ইমেইলঃ controller@nu.edu.bd

২০। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক) সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতে ৩ বা ৫ জন শিক্ষক সদস্য সমন্বয়ে একটি পরীক্ষা কমিটি গঠন করবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে এই কমিটি বিধি মোতাবেক পরীক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ তদারক ও সম্পাদন করবেন।

খ) পরীক্ষা কমিটি ট্রেজারী/ব্যাংক/থানায় সংরক্ষিত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরুর অন্তত ৩ দিন পূর্বে ট্রেজারী অফিসার/ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতে বিবরণী এবং কেন্দ্রের প্রশ্নপত্রের চাহিদা অনুযায়ী যাচাই করে দেখবে এবং কোন গরমিল পরিলক্ষিত হলে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবে।

গ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচী অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কমপক্ষে তিন দিন পূর্বে পরীক্ষার সময়সূচী পরীক্ষা কেন্দ্রের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শেনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা সেভাবেই প্রদর্শিত হবে।

ঘ) প্রতিদিনের পরীক্ষা আরম্ভের সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট পূর্বে কমপক্ষে ০২ (দুই) জন ইনভিজিলেটরের উপস্থিতিতে উক্ত পত্রের প্যাকেটের উপর তাঁদের স্বাক্ষর গ্রহণ করতঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে প্রশ্নপত্রের প্যাকেটে স্বাক্ষর পূর্বক প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলবেন এবং প্রতিটি পরীক্ষা কক্ষের জন্য প্রযোজনীয় সংখ্যক প্রশ্নপত্র বিতরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্যাকেট খোলার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে সময়সূচী অনুযায়ী সঠিক বিষয়/কোর্স/পত্রের প্রশ্ন আছে কি না।

ঙ) পরীক্ষার সময়সূচী অনুযায়ী যে দিন যে পরীক্ষা থাকবে, সেদিন কেবলমাত্র সেদিনের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্র নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসহ ট্রেজারী/ব্যাংক/থানা হতে কেন্দ্রে আনয়নের ব্যবস্থা করবেন।

চ) ট্রাংক হতে প্রতিদিন সে দিনের প্রশ্নপত্র বের করে নেওয়ার পর ট্রাংক আবার যথাযথভাবে গালাসীল করে রাখার ব্যবস্থা করবেন।

ছ) প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে আনার পর পুনরায় যাচাই করে নিশ্চত হবেন যে, প্রশ্নপত্রের সঠিক সংখ্যা ও প্যাকেট আনা হয়েছে।

জ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচীর কোন পরিবর্তন করলে তা যথাসময়ে পরীক্ষার্থীদের জানানোর ব্যবস্থা করবেন। পরীক্ষা চলাকালে প্রতিদিন ২ বার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট দেখতে হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশনা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জানান হবে।

ঝ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যাস্ত করবেন যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী স্বাচ্ছন্দে পরীক্ষা দিতে পারে এবং কেউ কোন আসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ না পায়। ৬ ফুটের ১টি ব্যাঞ্চে ২ জন পরীক্ষার্থীর আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঞ) প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সামনের ডেস্কের উপর তার প্রবেশপত্রে উল্লিখিত রোল নম্বর কাগজে লিখে আঠা দ্বারা এঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

ট) প্রত্যেক পরীক্ষা-হলের আসন বিন্যাস পরীক্ষার্থীদের অবগতির জন্য নোটিস বোর্ডে টাঙিয়ে রাখবেন এবং তার অনুলিপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

ঠ) সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য ভিন্ন কক্ষে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন এবং তার উত্তরপত্র জীবাণুমুক্ত (Fumigate) করে পাঠাবেন।

ড) অসুস্থ পরীক্ষার্থী বসে পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হলে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কক্ষের ভিতরে এক পাশে রোগশয্যায় (Sick-Bed) তার পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঢ) কোন পরীক্ষার্থীর জন্য কোন অবস্থাতেই অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাড়া অন্য কোন কেন্দ্রে বা অন্য কোথাও (যেমন মানসিক হাসপাতাল বা ক্লিনিকে) পরীক্ষা গ্রহেণর ব্যবস্থা করা যাবে না।

ণ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠানের স্বার্থে প্রতি কক্ষে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইনভিজিলেটর (প্রতি ১৬ জন পরীক্ষার্থীর জন্য এক জন) নিয়োগ করবেন।

ত) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষার হল থেকে উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র যেন বাইরে পাচার হতে না পারে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য ইনভিজিলেটরগণকে নির্দেশ দিবেন।

থ) পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি যেন কেন্দ্র প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে না পারেন, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সে বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

দ) ইনভিজিলেটর কর্তৃক রিপোর্টকৃত অসদুপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে বিধিমেতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

ধ) প্রতিদিন পরীক্ষা শেষে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলী মোতাবেক উত্তরপত্র প্যাকিং ও প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ন) পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরীক্ষা সংক্রান্ত উপকরণাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ফেরত/জমা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প) এছাড়া পরীক্ষা গ্রহন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যখন যে নির্দেশনা দেয়া হবে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

২১। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ-অধিকার

ক) পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পরীক্ষার প্রথম দিন পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক ঘন্টা পূর্বে এবং অন্যান্য দিন আধা ঘন্টা পূর্বে পরীক্ষার হল খুলে দেওয়া যাবে। পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি যেন কেন্দ্র প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

খ) পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে একটানা ঘন্টা বাজিয়ে পরীক্ষার্থীদের আসন গ্রহণের সংকেত দিতে হবে এবং পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ে ৬ (ছয়) স্ট্রোক বিশিষ্ট ঘন্টা ধ্বনির মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তরপত্র বিতরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) পরীক্ষা শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ঘন্টা ধ্বনির সাথে সাথে প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

ঘ) পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পরে কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। পরীক্ষা হলে বিলম্বে প্রবেশের জন্য একজন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত কোন সময় দেয়া যাবে না।

২২। পরীক্ষার্থীদের সনাক্তকরণ

ক) কোন কলেজ কেন্দ্রে অন্য কলেজের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে, সংশ্লিষ্ট কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তাঁর কলেজের পরীক্ষার্থীদের সনাক্ত করবেন।

খ) প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ও কেন্দ্র পরিবর্তনকারী পরীক্ষার্থীদেরকে প্রবেশপত্র/রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ছবি দেখে সনাক্ত করতে হবে।

২৩। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশাবলী

ক) উত্তরপত্রে কোথাও পরীক্ষার্থী তার নিজের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবে না।

খ) পরীক্ষার্থীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে উত্তরপত্রে প্রত্যেক পাতার উভয় পৃষ্ঠায় লিখতে হবে। মূল উত্তরপত্র সম্পূর্ণরুপে ব্যবহৃত হওয়ার পর প্রয়োজনে অতিরিক্ত উত্তরপত্র সরবরাহ করা যাবে এবং এক বা একাধিক অতিরিক্ত উত্তরপত্র সরবরাহের সাথে সাথে তা মূল উত্তরপত্রের সাথে বিধি মোতাবেক সংযোজন করতে হবে। অতিরিক্ত উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর মূল উত্তরপত্রের/ওএমআর ফরমে নির্ধারিত স্থানে লিখে বা কালো কালির বলপেন দ্বারা বৃত্ত ভরাট করে ইনভিজিলেটরের স্বাক্ষর গ্রহণ করবে। উত্তরপত্র/ওএমআর-এর শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত নির্দেশাবলী পরীক্ষার্থীকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

গ) পরীক্ষার হলে উত্তরপত্র ব্যতীত অন্য কোনরুপ কাগজ ব্যবহার করা যাবে না।

ঘ) প্রশ্নের উত্তর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত উত্তরপত্রে লিখতে হবে। একবার কোন প্রশ্নের উত্তর লেখার পর উপযোগী মনে না হলে পরীক্ষার্থী তা কেটে দিতে পারবে।

ঙ) কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত রেফারেন্স বই বা সারণী ছাড়া পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষে অন্য কোন বই বা পরীক্ষার উপকরণ ব্যবহার করতে বা সাথে রাখতে পারবে না।

চ) পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার দুই ঘন্টা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলের বাইরে যেতে কিংবা পরীক্ষার হল ত্যাগ করতে পারবে না। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার দুই ঘন্টা পর পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করতে চাইলে পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র পরিদর্শকের নিকট জমা দিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে। কোন পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার করা যাবে। ইনভিজিলেটরের হাতে উত্তরপত্র জমা না দিয়ে কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করলে তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে পরীক্ষা আইনে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ছ) উত্তরপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে উত্তরপত্রের/ওএমআর ফরমের উপর পরীক্ষার্থী তার পরীক্ষার রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইত্যাদি যথাযথভাবে লেখা এবং কালো কালির বলপেন দ্বারা বৃত্ত ভরাট করা হয়েছে কিনা, তা ভালোভাবে দেখতে হবে।

জ) পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন বা কোন প্রকার ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কোন পরীক্ষার্থীর নিকট মোবাইল ফোন বা কোন প্রকার ইলেকট্রনিক ডিভাইস পাওয়া গেলে তার ঐ দিনের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাবে।

২৪। ইনভিজিলেটরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক) পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আধঘন্টা পূর্বে ইনভিজিলেটরগণ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট রিপোর্ট করবেন। অনিবার্য কারণে কোন ইনভিজিলেটর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে পর্যাপ্ত সময় থাকতেই তিনি তাঁর অপারগতার কথা লিখিত ভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

খ) ইনভিজিলেটরগণ যথাসময়ে পরীক্ষার হলে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন এবং কোন উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র যেন বাইরে না যেতে পারে, সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখবেন।

গ) কোন ইনভিজিলেটর কেন্দ্র-কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে পরীক্ষার হল ত্যাগ করবেন না।

ঘ) কোন ইনভিজিলেটর অযথা বারান্দায় ঘোরাঘুরি করবেন না বা নিজের হল/কক্ষ ছেড়ে অন্য কক্ষে যাবেন না।

ঙ) পরীক্ষা চলাকালে যদি কোন পরীক্ষার্থীর নামে চিঠি, টেলিগ্রাম বা অন্য কোনভাবে কোন খবর আসে, তবে তা পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে জানাবেন না।

চ) উত্তরপত্রের যেখান থেকে লেখা শুরু করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখান থেকে এবং উভয় পৃষ্ঠায় লেখার জন্য ইনভিজিলেটরগণ পরীক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন।

ছ) পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে যেন কোন প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে, ইনভিজিলেটরগণ সেদিকে কড়া নজর রাখবেন এবং সে সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদেরকে সতর্ক করে দেবেন। কোন কারণবশতঃ কোন ইনভিজিলেটর কোন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রে লেখা উত্তর কেটে দেবেন না বা পরীক্ষার্থীকে লিখতে না দেয়ার জন্য তার উত্তরপত্র কোন অবস্থাতেই জোর করে নিয়ে নেবেন না।

জ) পরীক্ষার হলে আসন বিন্যাস অনুসারে পরীক্ষার্থীরা আসন গ্রহণ করেছে কি না, ইনভিজিলেটরগণ তা নিশ্চিত করবেন। ইনভিজিলেটরগণ পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার্থীর লিখতে অসুবিধা হয়, এমনভাবে কথা বলবেন না।

ঝ) প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড অনুসারে পরীক্ষার্থীরা উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় সঠিক রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পরীক্ষার বিষয়/বিষয় কোড, পত্র/কোর্স ও পত্র/কোর্স কোড নম্বর নির্ভুলভাবে লিখেছে কি না এবং নির্দিষ্ট বৃত্ত ভরাট করেছে কি না, পরীক্ষার প্রথম ঘন্টাতেই তা যাচাইপূর্বক ইনভিজিলেটরগণ মূল উত্তরপত্রে তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন। পরীক্ষার্থীর মূল উত্তরপত্রে লেখা শেষ হলে প্রয়োজনে তাকে অতিরিক্ত উত্তরপত্র দেবেন তবে একসঙ্গে একটির বেশি অতিরিক্ত উত্তরপত্র দেয়া যাবে না। ইনভিজিলেটর অতিরিক্ত উত্তরপত্রের নির্ধারিত স্থানে তারিখ সহ স্বাক্ষর করে মূল উত্তরপত্রের শেষ পৃষ্ঠার নির্ধারিত স্থানে অতিরিক্ত উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর লিখে তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন। একই সাথে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর লিপিতে অতিরিক্ত উত্তরপত্রের সংখ্যা লিখবেন। কোন পরীক্ষার্থী যেন উত্তরপত্র বা অতিরিক্ত উত্তরপত্র নিয়ে হল ত্যাগ করতে না পারে তা নিশ্চিত করবেন।

ঞ) প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন অংশের জন্য আলাদা উত্তরপত্র ব্যবহারের নির্দেশ থাকলে পরীক্ষার্থীরা তা যথাযথভাবে অনুসরণ করেছে কি না, ইনভিজিলেটরগণ তা নিশ্চিত করবেন।

ট) প্রতিদিন পরীক্ষা চলাকালীন হাজিরাপত্রে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক স্বাক্ষর লিপিতে স্বাক্ষরের সময় পরীক্ষার্থী ঐ দিনের পরীক্ষার পত্র/কোর্স কোড এবং সঠিকভাবে উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর লিখেছে কিনা তা যাচাই করে ইনভিজিলেটরগণ তাঁদের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করবেন। কোন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে বা বহিস্কৃত হলে বিষয় ও পত্র/কোর্স উল্লেখপূর্বক "অনুপস্থিত" বা "বহিস্কৃত" শব্দটি লাল কালিতে লিখে স্বাক্ষর করবেন। কোন পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র জমা না দিয়ে পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করলে উপস্থিতিপত্রে সে মর্মে মন্তব্য লিখে অনুস্বাক্ষর করবেন এবং বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিষয়টি রিপোর্ট আকারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবেন।

ঠ) প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড ব্যতীত কোন পরীক্ষার্থীকে কোন ভাবেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া যাবে না।

ড) পরীক্ষার হলে কোন পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করলে ইনভিজিলেটরগণ তার উত্তরপত্র, প্রবেশপত্র ও দূষণীয় কাগজ বা অন্যান্য আলামত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিত রিপোর্টসহ দাখিল করবেন এবং পরীক্ষার্থী যে আলামত হতে নকল করেছে, তা উত্তরপত্রের সাথে সংযুক্ত করে লাল কালি দ্বারা নকল করা অংশ চিহ্নিত করে দেবেন। এরুপ ক্ষেত্রে ইনভিজিলেটরগণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত গোপনীয় প্রতিবেদনের ছক পূরণ করে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সঙ্গে সঙ্গে জমা দেবেন। Report ফরম-এ ৬ নং কলামে অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ও যথাযথভাবে লিখতে হবে।

ত) পরীক্ষা শেষে ইনভিজিলেটরগণ পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে উত্তরপত্র সংগ্রহ করবেন এবং সেগুলি রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে পরীক্ষা কমিটির নিকট জমা দেবেন। উত্তরপত্র পরীক্ষা কমিটি বুঝে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি পরীক্ষা কেন্দ্র ত্যাগ করবেন না। এ সব আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৪০। পরীক্ষা শৃঙ্খলা সম্পর্কিত অপরাধ

একজন পরীক্ষার্থীর নিম্নবর্ণিত কার্যকলাপ/অসদুপায় অবলম্বনকে পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবেঃ

ক) পরীক্ষা কক্ষে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করা ও কথাবার্তা বলা;

খ) পরীক্ষা কক্ষে ধূমপান করা;

গ) পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন বা কোন ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী বহন;

ঘ) দূষণীয়/অননুমোদিত কাগজপত্র সঙ্গে রাখা;

ঙ) দূষণীয়/অননুমোদিত কাগজপত্র হতে উত্তরপত্রে লিখা;

চ) প্রশ্নপত্রে উত্তর লিখা/প্রশ্নপত্রে লেখা উত্তর হতে উত্তরপত্রে লেখা;

ছ) পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন বা কোন ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী ব্যবহার করে উত্তরপত্রে লেখা;

জ) পরীক্ষা কক্ষের নির্দিষ্ট স্থানের পরিবর্তে অবৈধভাবে অন্য স্থানে আসন গ্রহণ করা;

ঝ) ডেস্ক, বেঞ্চ, কাপড়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ব্ল্যাকবোর্ড, কক্ষের দেওয়াল বা অন্য কিছুতে লেখা এবং সেখান থেকে উত্তরপত্রে লেখা;

ঞ) উত্তরপত্রে অপ্রাসঙ্গিক, আপত্তিকর কিছু লিখা, অযৌক্তিক কোন মন্তব্য করা অথবা উত্তরপত্রের মধ্যে টাকা রাখা;

ট) রোল নম্বর পরিবর্তন/ পরস্পর রোল নম্বর বিনিময় করা (উত্তরপত্র একে অপরের সাথে পরিবর্তন)

ঠ) মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে বিশেষ সুবিধা গ্রহণ/সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করা;

ড) মিথ্যা পরিচয় প্রদান করে অবৈধভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা;

ঢ) পরীক্ষার কক্ষ হতে উত্তরপত্র বাইরে পাচার করা বা বাইরে থেকে লেখা উত্তরপত্র সংযোজন করা;

ণ) উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা পরিবর্তন করা;

ত) ইনভিজিলেটরের নিকট উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষার হল ত্যাগ করা, ইনভিজিলেটর কর্তৃক চাহিবামাত্র দূষণীয় কাগজপত্র প্রদান না করে তা নাগালের বাইরে ফেলা/ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা/গিলে ফেলা;

থ) উত্তরপত্র বিনষ্ট করা/ ছিঁড়ে ফেলা, দূষণীয় কাগজপত্র/দ্রব্যাদি, উত্তরপত্র বা প্রবেশপত্র ইত্যাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা বা জব্দ করার ক্ষেত্রে কোনরুপ বাধা সৃষ্টি করা;

দ) পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত ইনভিজিলেটর/কর্তব্যরত ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি, গালাগাল, তার সাথে অসদাচরণ বা তাঁকে কোন রুপ ভীতি প্রদর্শন করা। পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে পরীক্ষার হলে বা হলের বাইরে লাঞ্ছিত করা বা লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করা। পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার কক্ষে, কেন্দ্র চত্তর বা এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা অথবা পরীক্ষা পরিচালনার সাথে জড়িত কোন ব্যক্তির সাথে অসদাচরণ করলে বা তাঁকে দৈহিক আক্রমণ করলে;

ধ) সুষ্টুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে কোনরুপ বধা সৃষ্টি, গোলযোগ সৃষ্টি, অন্যকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে বাধা প্রদান, অন্য পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হল ত্যাগে বাধ্য বা উস্কানি প্রদান, পরীক্ষা কক্ষ ভাংচুর, আসবাবপত্র ভাংচুর করা বা আগুন দেয়া।

ন) অন্য কোন পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ যা উপরের কোন ধারায় পড়ে না।

৪১। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

ক) পরীক্ষা সংক্রান্ত উল্লিখিত (ক্রমিক ৬০-এ বর্ণিত) অপরাধের জন্য পরীক্ষা শৃঙ্খলা কমিটি নিম্নবর্ণিত শাস্তির সুপারিশ করতে পারবেঃ

অপরাধ	শাস্তি
ক-ঘ এর অপরাধের জন্য	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল
ঙ-ঞ পর্যন্ত বর্ণিত অপরাধের জন্য	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী এক বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
ট-ঠ পর্যন্ত বর্ণিত অপরাধের জন্য	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী (পরপর) ২ (দুই) বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
ড-ণ পর্যন্ত বর্ণিত অপরাধের জন্য	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের (পরপর) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
ত-ধ পর্যন্ত বর্ণিত অপরাধের জন্য	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী ৪ (চার) বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
ন বর্ণিত অপরাধের জন্য	শৃঙ্খলা কমিটি অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দেবে

খ) পরীক্ষার্থীর কোন অপরাধ উপর্যুক্ত শাস্তির আওতায় না পড়লে পরীক্ষা শৃঙ্খলা কমিটি অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে।